গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুড়িগ্রাম।
(রাজস্ব শাখা)
www.kurigram.gov.bd

বিষয়	:	আগস্ট, ২০১৯ মাসে অনুষ্ঠিত জেলা রাজস্ব সভার কার্যবিবরণী।
সভাপতি	:	জনাব মোছাঃ সুলতানা পারভীন জেলা প্রশাসক কুড়িগ্রাম।
সভার তারিখ	:	২৫ আগস্ট , ২০১৯। সময়ঃ দুপুর ১২.০০ টা।
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুড়িগ্রাম।

সভায় উপস্থিত সদস্যগণের নামের তালিকা : পরিশিষ্ট ''ক'' দ্রষ্টব্য।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অত:পর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুড়িগ্রামকে সভা পরিচালনার জন্য অনুরোধ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, কুড়িগ্রাম গত ২৮/০৭/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রদর্শন করেন এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুড়িগ্রাম সিদ্ধান্তসমূহ পাঠ করেন। উপস্থাপিত জুলাই ২০১৯ এর কার্যবিবরণীর উপর কোন মন্তব্য আছে কিনা জানতে চাওয়া হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ গত সভার কার্যবিবরণী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং কোন সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধনের প্রস্তাব নেই মর্মে অবহিত করেন। কার্যবিবরণীতে কোন সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধনের প্রস্তাব না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়। অত:পর গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনান্তে নিম্নোক্ত এজেন্ডাভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়ঃ

১। রাজস্ব সংস্থাপন সংক্রান্তঃ

সভাপতির অনুমতিক্রমে রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, কুড়িগ্রাম এ জেলায় রাজস্ব প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে কর্মরত জনবল ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, উপজেলা ভূমি অফিস এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহের শূন্যপদ সংক্রান্ত তথ্য সভায় ছক আকারে উপস্থাপন করেন:

অফিসের নাম	পদের নাম/ শ্রেণি	মঞ্জুরীকৃত পদ	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রাজস্ব শাখা	সহকারী প্রকৌশলী (১ম শ্রেণি)	১	-	১	
	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (২য় শ্রেণি)	১	১	-	
	কানুনগো (২য় শ্রেণি)	১	-	১	
	৩য় শ্রেণি	১৬	১২	৪	সার্ভেয়ার ও ট্রেসার পদ শূন্য
	৪র্থ শ্রেণি	১১	১০	১	
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এল, এ শাখা	অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা (১ম শ্রেণী)	১	১	-	
	কানুনগো (২য় শ্রেণি)	২	-	২	
	৩য় শ্রেণি	৮	৩	৫	অফিস সহকারী, সার্ভেয়ার ও ট্রেসার পদ শূন্য।
	৪র্থ শ্রেণি	১২	৪	৮	
উপজেলা ভূমি অফিস (৯)টি	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	৯	৩	৬	কুড়িগ্রাম সদর, নাগেশ্বরী ও উলিপুর ব্যতিত ০৬টি উপজেলায় পদ শূন্য
,,	কানুনগো	৯	-	৯	
	সার্ভেয়ার	৯	৬	৩	
উপজেলা ভূমি অফিস ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস	৩য় শ্রেণি	২১১	১৫১	৬০	ইউঃ ভূমি সহঃ কর্মঃ/ ইউঃ ভূমি উপঃ সহঃ কর্মঃ/অফিস সহকারী পদ শূন্য
	৪র্থ শ্রেণি	২০২	১৬৬	৩৬	চেইনম্যান,প্রসেস সার্ভার ও অফিস সহায়ক পদ শূন্য

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব),কুড়িগ্রাম জানান ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা/ইউনিয়ন ভূমি উপ সহকারী কর্মকর্তা শূন্য পদে নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদানের জটিলতা থাকায় জনবলের স্বল্পতার অভাবে অফিসের কার্যক্রমে নানাভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। ইতোমধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে ০৮ জুলাই ২০১৯ খ্রিঃ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৪৬.১১.০৭৯.১২.৪৬২ নং স্মারকে রাজস্ব প্রশাসনের ৩য় শ্রেণীর ১২ (বার) টি পদের মঞ্জুরীপত্র পাওয়া গেছে। ৪র্থ শ্রেণীর শূন্যপদসমূহ পূরণের ছাড়পত্র প্রদানের জন্য এ কার্যালয়ের ০১/০৪/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ৩১.৪৭.৪৯০০.০০৬.০১.১২৯.১৮-৪১২ নং স্মারকে ভূমি মন্ত্রণালয়ে পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব),কুড়িগ্রাম সভায় অবহিত করেন যে, ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে অদ্যাবধি কোন মঞ্জুরীপত্র পাওয়া যায়নি।	সরকারের রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে এবং রাজস্ব প্রশাসনের গতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে রাজস্ব প্রশাসনের শূন্যপদসমূহ পূরণের জরুরি প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ভবিষ্যতে কর্মচারীগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী অগ্রাধিকারভিত্তিতে দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ,কুড়িগ্রাম/রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, কুড়িগ্রাম।

চলমান পাতা-২

২। শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা সংক্রান্তঃ

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) সভায় জানান, বর্তমানে রাজস্ব প্রশাসনে শৃঙ্খলা বিধির অধীনে ১/২০১৬, ০১/২০১৭, ০২/২০১৭,০৩/২০১৭, ০২/২০১৮ ও ০৫/২০১৮ নম্বর মোট ০৬ (ছয়) টি বিভাগীয় মামলা চলমান রয়েছে। ১/২০১৬ নম্বর বিভাগীয় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তকে ২য় কারণ দর্শানো হলে জবাব দাখিল করেছেন। তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন ও অভিযুক্তের জবাব অনুযায়ী পরবর্তি আদেশের জন্য নথি উপস্থাপন করা হয়েছে। ০১/২০১৭,০২/২০১৭ ও ০৩/২০১৭ বিভাগীয় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। তদন্ত প্রতিবেদন নথিতে আদেশের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে। ০২/২০১৮ নং বিভাগীয় মামলার অভিযুক্তের ব্যক্তিগত শুনানী ইতোমধ্যে গৃহীত হয়েছে। পরবর্তি আদেশের জন্য নথি পেশ করা হয়েছে। ০৫/২০১৮ নম্বর বিভাগীয় মামলার নথি অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামার মাধ্যমে অভিযুক্তকে কারণ দর্শানো হয়েছে। জবাব পাওয়া যায়নি। আলোচনান্তে সভাপতি সংশ্লিষ্ট বিধিমালা যথাযথ অনুসরণ করে বিভাগীয় মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	১। সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি যথাযথ অনুসরণ করে চলমান বিভাগীয় মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। ২। ০২/২০১৮ও ০৫/২০১৮ নং বিভাগীয় মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(১-২)। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) /রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, কুড়িগ্রাম ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা।

শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত বিবরণীঃ জুন ২০১৯

ক্রঃ নং	নাম ও পদবি	কর্মরত অফিসের নাম	মামলা নং ও দায়েরের তারিখ	তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগের স্মারক ও তারিখ	তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	মোঃ খালেকুজ্জামান ইউঃ ভূমি উপ-সহঃ কর্মঃ	ইউনিয়ন ভূমি অফিস, ধলডাঙ্গা, ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম	০১/২০১৬ ২০/০৬/১৬	স্মারক নং-১২১২ তারিখঃ ২৮/০৯/১৭	জনাব সাধন কুমার বিশ্বাস সহকারী কমিশনার কুড়িগ্রাম কালেক্টরেট	তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন ও অভিযুক্তের জবাব অনুযায়ী পরবর্তি আদেশের জন্য নথি পেশ করা হয়েছে।
২	মোঃ আব্দুর রহমান ইউঃ ভূমি উপ-সহঃ কর্মঃ	ইউনিয়ন ভূমি অফিস, কোদালকাটি, চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম	০২/২০১৭ ২০/০৯/১৭	স্মারক নং- ৯১৪(৪) তারিখঃ ১৬/০৮/১৮	মিজ্ সালমা আক্তার সহকারী কমিশনার কুড়িগ্রাম কালেক্টরেট	তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। নথিতে আদেশের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে।
৩	মোঃ গোলাম মর্তুজা আল ফারুক ইউঃ ভূমি সহঃ কর্মকর্তা	ইউনিয়ন ভূমি অফিস, কোদালকাটি, চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম	০১/২০১৭ ২০/০৯/১৭	স্মারক নং- ১৭০(৫) তারিখঃ ০১/০২/১৮	জনাব রিন্টু বিকাশ চাকমা সহকারী কমিশনার কুড়িগ্রাম কালেক্টরেট	তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। নথিতে আদেশের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে।
৪	জনাব মোঃ আব্দুর রহমান ইউঃ ভূমি উপ-সহঃ কর্মকর্তা	ইউনিয়ন ভূমি অফিস পাইকের ছড়া, ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম	০২/২০১৮ ০৫/০৪/১৮	-	-	অভিযুক্তের ব্যক্তিগত শুনানী ইতোপূর্বে গৃহীত হয়েছে। পরবর্তি আদেশের জন্য নথি পেশ করা হয়েছে।
৫	জনাব মোঃ তোফায়েল হোসেন নাজির কাম ক্যাশিয়ার	উপজেলা ভূমি অফিস, উলিপুর, কুড়িগ্রাম	০৩/২০১৭ ০৩/১২/১৭	স্মারক নং-২৫৪(৫) তারিখঃ ২৬/০২/১৮	মিজ্ ফাতেমা খাতুন সহকারী কমিশনার কুড়িগ্রাম কালেক্টরেট	তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। নথিতে আদেশের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে।
৬	জনাব মোঃ আমির হোসেন ইউঃ ভূমি সহঃ কর্মকর্তা	ইউনিয়ন ভূমি অফিস কাশিপুর, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম	০৫/২০১৮ ১৩/১২/১৮	-	-	অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামার মাধ্যমে অভিযুক্তকে কারণ দর্শানো হয়েছে।জবাব পাওয়া যায়নি।

৩। উপজেলা/ ইউনিয়ন ভূমি অফিস পরিদর্শন সংক্রান্তঃ

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুড়িগ্রাম সভায় পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করেন। জুলাই ২০১৯ মাসে উপজেলা নির্বাহী অফিসার,ভূরুঙ্গামারী, রাজারহাট,উলিপুর ও চিলমারী এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি),কুড়িগ্রাম সদর, নাগেশ্বরী, ফুলবাড়ী, উলিপুর ও চিলমারী, কুড়িগ্রামের প্রমাপ অর্জিত হয়েছে। প্রমাপ অর্জনকারী কর্মকর্তাগণকে সভাপতি ধন্যবাদ জানান। বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার আলোকে আগামীতে প্রমাপ অনুযায়ী পরিদর্শনে সতর্ক থাকতে নির্দেশনা প্রদান করেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), কুড়িগ্রাম ও সহকারী কমিশনার (ভূমি)(সকল), কুড়িগ্রামকে তাঁর নিজ কার্যালয়সহ অধীনস্থ ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহ ভূমি সংস্কার বোর্ডের নির্ধারিত প্রমাপ অনুযায়ী দর্শন/ পরিদর্শন করে পরিদর্শন প্রতিবেদন ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে ই-মেইলে ও ফ্যাক্স-এ এবং হার্ডকপি এ অফিসে প্রেরণ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাকে পূর্বের পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নির্দেশনা প্রতিপালন হয়েছে কিনা তা যাচাই করে দেখার জন্য অনুরোধ করেন। পরিদর্শনের সময় অফিসে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি রাখা, ভূমি অফিসে আগত সেবা প্রার্থীদের শুনানী গ্রহণ করার জন্য তিনি পরামর্শ প্রদান করেন।	১। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিয়মিত উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহ দর্শন/পরিদর্শন কার্যক্রম আরো নিবিড়ভাবে সম্পন্ন করে প্রতিমাসে প্রমাপ অর্জনের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার/সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণকে সতর্ক থাকতে হবে। ২। ভূমি সংস্কার বোর্ডের ফরমেট মোতাবেক বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার আলোকে প্রমাপ অনুযায়ী নিজ কার্যালয়সহ অধীনস্থ ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহ দর্শন/ পরিদর্শন করে পরিদর্শন প্রতিবেদন ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে ই-মেইলে, ফ্যাক্স-এ এবং হার্ড কপি এ অফিসে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। ৩। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাকে পূর্বের পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নির্দেশনা প্রতিপালন হয়েছে কিনা তা যাচাই করে দেখতে হবে। ৪। পরিদর্শনের সময় অফিসে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে এবং ভূমি অফিসে আগত সেবা প্রার্থীদের শুনানী গ্রহণ করতে হবে।	(১-৪)। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুড়িগ্রাম/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) ,কুড়িগ্রাম /সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল), কুড়িগ্রাম /সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা, কুড়িগ্রাম।

৪। ভূমি অফিসসমূহের কর্মসম্পাদন/কর্মতৎপরতা সংক্রান্তঃ জুলাই ,২০১৯

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
উপজেলা পর্যায়ে রাজস্ব সভা সংক্রান্ত আলোচনায় অতিরিক্তি জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুড়িগ্রাম সভায় অবহিত করেন যে কুড়িগ্রাম সদর,নাগেশ্বরী, ফুলবাড়ী,রাজারহাট,উলিপুর ও চিলমারী উপজেলা হতে জুন ২০১৯ মাসের উপজেলা রাজস্ব সভার কার্যবিবরণী পাওয়া গিয়েছে। ভূরুঙ্গামারী,রৌমারী ও চর রাজিবপুর উপজেলা হতে রাজস্ব সভার কার্যবিবরণী এ কার্যালয়ে পাওয়া যায়নি। ভূরুঙ্গামারী, রৌমারী ও চর রাজিবপুর উপজেলা হতে রাজস্ব সভার কার্যবিবরণী এ কার্যালয়ে না পাওয়ায় সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৮/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ০৪.০০.০০০০ .৫১৩.১৭.১৮৮.২০১৫.৭৩২ নং পরিপত্রের নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক প্রতিমাসে রাজস্ব সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করে সভার কার্যবিবরণী আবশ্যিকভাবে পরবর্তী মাসের ০৭ (সাত) তারিখের মধ্যে এ কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। উপজেলা রাজস্ব সভায় জেলা রাজস্ব সভার গৃহীত সিদ্ধান্তের অগ্রগতির বিষয়ে আলোচনা করার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।	১। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৮/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ০৪. ০০.০০০০.৫১৩.১৭.১৮৮.২০১. ৭৩২ নং পরিপত্রের নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক নির্ধারিত সময়ে প্রতিমাসে রাজস্ব সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করে সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী মাসের ০৭ (সাত) তারিখের মধ্যে এ কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ২। উপজেলা রাজস্ব সভায় জেলা রাজস্ব সভার গৃহীত সিদ্ধান্তের অগ্রগতির বিষয়ে আলোচনা করতে হবে।	১। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুড়িগ্রাম/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) /সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল), কুড়িগ্রাম। ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)/সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল), কুড়িগ্রাম।

ভূমি অফিসসমূহের কর্মসম্পাদন/কর্মতৎপরতা সংক্রান্ত বিবরণীঃ জুলাই ২০১৯

ক্রঃ নং	উপজেলা	উপজেলা রাজস্ব সম্মেলনের তারিখ	সভার কার্যবিবরণীর স্মারক ও তারিখ	সভার কার্যবিবরণী এ কার্যালয়ে প্রাপ্তির তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১	কুড়িগ্রাম সদর	২৭/০৬/২০১৯	৩১.০২.৪৯৫২.০০০.০৪.০০৬.১৮.৪৫৭(১২), তারিখঃ ১৭/০৭/২০১৯	১৮/০৭/২০১৯	সভার কার্যবিবরণী পাওয়া গিয়েছে।
২	নাগেশ্বরী	২১/০৭/২০১৯	৩১.০২.৪৯৬১.০০০.০৩.০০১.১৮.৫৮৭(৩০) তারিখঃ ২১/০৭/২০১৯	২১/০৭/২০১৯	সভার কার্যবিবরণী পাওয়া গিয়েছে।
৩	ভূরুঙ্গামারী	-	-	-	সভার কার্যবিবরণী পাওয়া যায়নি।
৪	ফুলবাড়ী	১৬/০৭/২০১৯	৩১.০২.৪৯১৮.০০০.০৩.০০৪.১৮.২৩৭(১৪), তারিখঃ ১৮/০৭/২০১৯	২৩/০৭/২০১৯	সভার কার্যবিবরণী পাওয়া গিয়েছে।
৫	রাজারহাট	২৪/০৬/২০১৯	৩১.০২.৪৯৭৭.০০০.০৩.০১০.১৮.২০৭(২০), তারিখঃ ২২/০৭/২০১৯	২৩/০৭/২০১৯	সভার কার্যবিবরণী পাওয়া গিয়েছে।
৬	উলিপুর	১৪/০৭/২০১৯	৩১.০২.৪৯৯৪.০০০.০৩.০১২.১৮.৫০০(২৫), তারিখঃ ১৫/০৭/২০১৯	১৬/০৭/২০১৯	সভার কার্যবিবরণী পাওয়া গিয়েছে।
৭	চিলমারী	১৬/০৭/২০১৯	৩১.০২.৪৯১৮.০০০.০৩.০০৪.১৮.২৩৭(১৪), তারিখঃ ১৮/০৭/২০১৯	২৫/০৭/২০১৯	সভার কার্যবিবরণী পাওয়া গিয়েছে।
৮	রৌমারী	-	-	-	সভার কার্যবিবরণী পাওয়া যায়নি।
৯	চর রাজিবপুর	-	-	-	সভার কার্যবিবরণী পাওয়া যায়নি।

চলমান পাতা-৪

৫। উপজেলা/ ইউনিয়ন ভূমি অফিস ভবন নির্মাণ/ মেরামত সংক্রান্তঃ জুলাই ২০১৯

<table>
<tr><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়ন</th></tr>
<tr><td>
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে উপজেলা, পৌর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহের মেরামত ও সংরক্ষণ কাজের জন্য কুড়িগ্রাম জেলার অনুকূলে ৫৭,৮৯,৮৯৪/- (সাতান্ন লক্ষ উননব্বই হাজার আটশত চুরানব্বই) টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত বরাদ্দ দ্বারা নিম্নবর্ণিত উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহের মেরামত কাজ সম্পন্ন করার জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
<table>
<tr><th>১</th><th>২</th><th>৩</th><th>৪</th></tr>
<tr><td rowspan="4">১</td><td rowspan="4">কুড়িগ্রাম সদর</td><td>১। পাঁচগাছি ইউনিয়ন ভূমি অফিস</td><td>৪,৫৬,০০০/০০</td></tr>
<tr><td>২। কাঠালবাড়ী ইউনিয়ন ভূমি অফিস</td><td>৪,৪১,৭৫০/০০</td></tr>
<tr><td>৩। মোগলবাসা ইউনিয়ন ভূমি অফিস</td><td>৩,০৪,০০০/০০</td></tr>
<tr><td>৪। উপজেলা ভূমি অফিস,কুড়িগ্রাম সদর</td><td>২,৩৭,৫০০/০০</td></tr>
<tr><td rowspan="3">২</td><td rowspan="3">নাগেশ্বরী</td><td>৫। কালীগঞ্জ ইউনিয়ন ভূমি অফিস</td><td>৪,৪৬,৫০০/০০</td></tr>
<tr><td>৬। রায়গঞ্জ ইউনিয়ন ভূমি অফিস</td><td>৪,০৩,৭৫০/০০</td></tr>
<tr><td>৭। রামখানা ইউনিয়ন ভূমি অফিস</td><td>৩,৯৪,২৫০/০০</td></tr>
<tr><td rowspan="2">৩</td><td rowspan="2">চিলমারী</td><td>৮। উপজেলা ভূমি অফিস,চিলমারী</td><td>৭,১৩,১৪৮/৮৫</td></tr>
<tr><td>৯। রমনা ইউনিয়ন ভূমি অফিস</td><td>৩,২৩,০০০/০০</td></tr>
<tr><td>৪</td><td>ফুলবাড়ী</td><td>১০। উপজেলা ভূমি অফিস, ফুলবাড়ী</td><td>৪৭,৫০০/০০</td></tr>
<tr><td>৫</td><td>ভূরুঙ্গামারী</td><td>১১। উপজেলা ভূমি অফিস,ভূরুঙ্গামারী</td><td>২,৯৬,৬৬৯/৮০</td></tr>
<tr><td rowspan="3">৬</td><td rowspan="3">উলিপুর</td><td>১২। পৌর ভূমি ভূমি অফিস</td><td>৫,০৩,৫০০/০০</td></tr>
<tr><td>১৩। গুনাইগাছ ইউনিয়ন ভূমি অফিস</td><td>৩,৭০,৫০০/০০</td></tr>
<tr><td>১৪। বজরা ইউনিয়ন ভূমি অফিস</td><td>৪,২২,৭৫০/০০</td></tr>
<tr><td></td><td>সর্বমোট=</td><td></td><td>৫৭,৮৮,৩১৮/৬৫</td></tr>
</table>
সভাপতি প্রাপ্ত বরাদ্দ দ্বারা উপজেলা,পৌর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহ মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করেন। মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ শর্ত যথাযথভাবে প্রতিপালন ও মানসম্মতভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কি না তা যাচাই/সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক সহকারী কমিশনার (ভূমি)(সকল)/ উপ-সহকারী প্রকৌশলী, কুড়িগ্রাম কালেক্টরেট, কুড়িগ্রামকে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য অনুরোধ করেন।
</td><td>মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ শর্ত যথাযথভাবে প্রতিপালন ও মানসম্মতভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কি না তা যাচাই /সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক সহকারী কমিশনার(ভূমি) (সকল) / উপ-সহকারী প্রকৌশলী, কুড়িগ্রাম কালেক্টরেট প্রতিবেদন দাখিল করবেন।</td><td>সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল) /উপ-সহকারী প্রকৌশলী, কুড়িগ্রাম কালেক্টরেট।</td></tr>
</table>

৬। অডিট সংক্রান্তঃ জুলাই ২০১৯

<table>
<tr><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়ন</th></tr>
<tr><td>
জেলায় রাজস্ব প্রশাসনে মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা ৬৯ টি এবং আপত্তির বিপরীতে জড়িত অর্থের পরিমাণ =২,০৭,০০৬/১৮ টাকা। যার উপজেলা ওয়ারী হিসাব বিবরণী নিম্নরূপঃ
<table>
<tr><th>উপজেলার নাম</th><th>আপত্তির পরিমাণ</th><th>জড়িত টাকা</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>কুড়িগ্রাম সদর</td><td>০০</td><td>০০</td><td></td></tr>
<tr><td>নাগেশ্বরী</td><td>০৭</td><td>৪৩২৫৩</td><td></td></tr>
<tr><td>ভূরুঙ্গামারী</td><td>০৭</td><td>১০৯২৮</td><td></td></tr>
<tr><td>ফুলবাড়ী</td><td>০৮</td><td>১০১০০</td><td></td></tr>
<tr><td>রাজারহাট</td><td>১৩</td><td>৩৯৮৯৮</td><td></td></tr>
<tr><td>উলিপুর</td><td>০০</td><td>০০</td><td></td></tr>
<tr><td>চিলমারী</td><td>২৭</td><td>৮৯২২০</td><td></td></tr>
<tr><td>রৌমারী</td><td>০০</td><td>০০</td><td></td></tr>
<tr><td>চর রাজিবপুর</td><td>০৭</td><td>১৩৬০৭/১৮</td><td></td></tr>
<tr><td>মোট=</td><td>৬৯</td><td>২০৭০০৬/১৮</td><td></td></tr>
</table>
প্রাপ্ত প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, জুলাই/২০১৯ মাসে কোন উপজেলা হতে ব্রডশীট জবাব পাওয়া যায়নি। যে সকল অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তিযোগ্য তার বস্তুনিষ্ঠ জবাব ও প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি অবিলম্বে প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার/সহকারী কমিশনার (ভূমি)(সকল), কুড়িগ্রামকে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সভাপতি অনুরোধ করেন। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রমাপ অনুযায়ী প্রতি মাসে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহের জবাব প্রেরণ করতে অনুরোধ করেন। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা/ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা/নাজির কাম ক্যাশিয়ার যাতে বিধিবহির্ভূতভাবে নগদ অর্থ হাতে রাখতে না পারেন সে বিষয়টি মনিটরিং করতে এবং যে সকল ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা/ইউনিয়ন ভূমি উপ সহকারী কর্মকর্তা/নাজির কাম ক্যাশিয়ার আদায়কৃত অর্থ আদায় প্রতিবেদনে না দেখিয়ে আত্মসাত করেছেন তার/তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রতিমাসে যে উপজেলা হতে অডিট আপত্তির ব্রডশিট জবাব পাওয়া যায়, সে সমস্ত ব্রডশিট জবাবের সাথে অনলাইন যাচাই কপি বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিটিআর এর কপি প্রেরণ করতে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।
</td><td>
১। যে সকল অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তিযোগ্য তার বস্তুনিষ্ঠ জবাব ও প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি অবিলম্বে প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণ করতে হবে।
২। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী/ উপ-সহকারী কর্মকর্তা/নাজির যাতে বিধিবহির্ভূতভাবে নগদ অর্থ হাতে রাখতে না পারেন সে বিষয়টি মনিটরিং করতে হবে।
৩। যে সকল ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা/ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা/নাজির কাম ক্যাশিয়ার আদায়কৃত অর্থ আদায় প্রতিবেদনে না দেখিয়ে আত্মসাত করেছেন তার/তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করতে হবে।
৪। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রমাপ অনুযায়ী প্রতি মাসে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহের জবাব প্রেরণ করতে হবে।
৫। প্রতিমাসে যে উপজেলা হতে অডিট আপত্তির ব্রডশিট জবাব পাওয়া যায়, সে সমস্ত ব্রডশিট জবাবের সাথে অনলাইন যাচাই কপি বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিটিআর এর কপি প্রেরণ করতে হবে।
</td><td>
১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার(সকল)/ সহকারী কমিশনার (ভূমি) সকল কুড়িগ্রাম।
(২-৫)। রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর/ সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল), কুড়িগ্রাম।
</td></tr>
</table>

চলমান পাতা-৫

৭। নামজারী মোকদ্দমা সংক্রান্তঃ জুলাই,২০১৯

আলোচনা

নামজারী ও জমাভাগ মোকদ্দমার বিবরণী (১ম ভাগ)

উপজেলা	বিগত মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অনিষ্পন্ন কেসের সংখ্যা	চলতি মাসে দায়েরকৃত কেসের সংখ্যা	মোট নামজারী/ জমাভাগ কেসের সংখ্যা	চলতি মাসে নিষ্পত্তিকৃত কেসের সংখ্যা	অনিষ্পন্ন কেসের সংখ্যা ২৮ দিনের নিম্নে
১	২	৩	৪	৫	৬
কুড়িগ্রাম সদর	২৬৬	২৫৫	৫২১	২২১	৩০০
নাগেশ্বরী	৬২	১০	৭২	২২	৫০
ভূরুঙ্গামারী	৫২	১৯	৭১	১০	৬১
ফুলবাড়ী	২১	৬০	৮১	৩০	৫১
রাজারহাট	৩৯	১৩৪	১৭৩	৪১	১৩২
উলিপুর	৬৪০	৫০	৬৯০	১২০	৫৭০
চিলমারী	০০	৪২	৪২	০০	৪২
রৌমারী	৩৫০	০৫	৩৫৫	২০০	১৫৫
চর রাজিবপুর	৫৫	০৯	৬৪	১৬	৪৮
সর্বমোট=	১৪৮৫	৫৮৪	২০৬৯	৬৬০	১৪০৯

নামজারী ও জমাভাগ মোকদ্দমার বিবরণী (২য় ভাগ)

উপজেলা	চলতি মাসে দায়েরকৃত কেসের সংখ্যা	মোট নামজারী/ জমাভাগ কেসের সংখ্যা	চলতি মাসে নিষ্পত্তিকৃত কেসের সংখ্যা: নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে অনুমোদন করা হয়েছে	চলতি মাসে নিষ্পত্তিকৃত কেসের সংখ্যা: নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে নামঞ্জুর/ নথিজাত করা হয়েছে	চলতি মাসে নিষ্পত্তিকৃত কেসের সংখ্যা: মোট নিষ্পত্তি কৃত মামলার সংখ্যা	অনিষ্পন্ন কেসের সংখ্যা ২৮ দিনের নিম্নে
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
কুড়িগ্রাম সদর	০০	৯০	-	০০	০০	৯০
নাগেশ্বরী	০০	০৫	-	০০	০০	০৫
ভূরুঙ্গামারী	০০	১২	-	০০	০০	১২
ফুলবাড়ী	০০	০০	-	০০	০০	০০
রাজারহাট	৩০	৩০	-	০০	০০	৩০
উলিপুর	০০	০০	-	০০	০০	০০
চিলমারী	৩০	৩০	-	০০	০০	৩০
রৌমারী	০০	২৫	-	০০	০০	২৫
চর রাজিবপুর	০০	০০	-	০০	০০	০০
সর্বমোট=	৬০	১৯২	-	০০	০০	১৯২

সভায় নামজারীর মোকদ্দমার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভাপতি নামজারী মোকদ্দমা যথাসময়ে নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্টতা যাচাই করত: বিদ্যমান আইন, বিধি-বিধান,সরকারের নির্দেশনা ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করে সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিকভাবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ক্রম অনুযায়ী নামজারি কার্যক্রম সম্পন্ন করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণ সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের শুনানী গ্রহণ করে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত/আদেশ স্ব-হস্তে লিখবেন এবং খতিয়ান নিজ হাতে সংশোধন করবেন। ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিঃ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৪৬.৬৮.০১৭.১৬.১০৮ নং স্মারকের পরিপত্রের নির্দেশনা মোতাবেক (ক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নামজারি (খ) এল.টি নোটিশের মাধ্যমে নামজারি মামলা ২৮ দিনের মধ্যে এবং (গ) প্রবাসীদের জন্য নামজারি ৯ কার্যদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে, পেন্ডিংথাকলে তার কারণসহ কতটি নামজারী মামলা পেন্ডিং রয়েছে তা এ কার্যালয়কে অবহিত করার জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণকে অনুরোধ করেন। জেলা রাজস্ব সভার সিদ্ধান্তসমূহ উপজেলা রাজস্ব সভায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করেন। সভাপতি ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিঃ তারিখের ৩১.০০. ০০০০. ০৪৬. ৬৮. ০১৭.১৬.১০৯ নং স্মারকের পরিপত্রের নির্দেশনা অনুসরণে এল.টি নোটিশ বুনিয়াদে প্রাপ্ত নামজারি নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ করেন। কোন অবস্থাতেই ইউনিয়ন ভূমি অফিসে কোন আবেদন গ্রহণ করা যাবে না। নামজারি প্রাপ্তিতে জনগণ যাতে হয়রানির শিকার না হন সে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)/উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), কুড়িগ্রামকে অনুরোধ করেন। নামজারীর অনুমোদিত খতিয়ান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, ইউনিয়ন ভূমি অফিস ও জেলা রেকর্ডরুমে প্রেরণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত

১। ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিঃ তারিখের ৩১.০০.০০০০. ০৪৬.৬৮.০১৭.১৬.১০৮ নং স্মারকের পরিপত্রের নির্দেশনা মোতাবেক (ক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নামজারি (খ) এল.টি নোটিশের মাধ্যমে নামজারি ২৮ দিনের মধ্যে এবং (গ) প্রবাসীদের জন্য নামজারি ৯ কার্যদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে

২। সংশ্লিষ্টতা যাচাই করত: নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ক্রম অনুযায়ী নামজারি মোকদ্দমাসমূহ নিষ্পত্তি করতে হবে।

৩। জেলা রাজস্ব সভার সিদ্ধান্তসমূহ উপজেলা রাজস্ব সভায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৪। ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১১/০২/১৯ তারিখের ৩১. ০০.০০০০.০৪৬.৬৮.০১৭. ১৬.১০৯ নং স্মারকের পরিপত্রের নির্দেশনা অনুসরণে এল.টি নোটিশ বুনিয়াদে প্রাপ্ত নামজারি নিষ্পত্তি করতে হবে।

৫। অনুমোদিত খতিয়ান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, ইউনিয়ন ভূমি অফিস ও জেলা রেকর্ডরুমে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন

(১-৫)। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল),কুড়িগ্রাম/ সহকারী কমিশনার (ভূমি)(সকল),কুড়িগ্রাম

৮। ই-নামজারী মোকদ্দমা সংক্রান্তঃ

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা'র ০৯ মে ২০১৯ খ্রিঃ তারিখের ৩১.০২.০০০০ ০১৬. ০৪.০০১.১৯.১৩৬(৬১) নং স্মারকের নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালনপূর্বক কুড়িগ্রাম জেলার সকল উপজেলায় ই- নামজারি সুচারুভাবে বাস্তাবায়নের জন্য অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুড়িগ্রাম এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), কুড়িগ্রামকে নিবিড় তদারকি ও পরিবীক্ষণ করতে নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি প্রতিটি নামজারি খতিয়ান স্ক্যান করে সফট কপি সংরক্ষণ করার জন্য এবং ই-নামজারির মাধ্যমে অনুমোদিত নামজারির নামজারি ফি ও খতিয়ান ফি ই-পেমেন্ট এর মাধ্যমে আদায় কার্যক্রম চালু করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এখন থেকে প্রতিমাসে নিয়মিত পৃথকভাবে ই- নামজারী (ই- মিউটেশন) সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	১। ভূমি মন্ত্রণালয় অধিশাখা-২ (মাঠ প্রশাসন) এর ১৩/১২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৪৬.০৬ ০৪৮.১২.৮৪৯ নং স্মারকের নির্দেশনা মোতাবেক ই-নামজারী অনলাইনে করে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসের ০১ (এক) তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। ২। ই-নামজারির মাধ্যমে অনুমোদিত নামজারির নামজারি ফি ও খতিয়ান ফি ই-পেমেন্ট এর মাধ্যমে আদায় কার্যক্রম চালু করতে হবে।	১। সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল), কুড়িগ্রাম। ২। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)/উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) /সহকারী কমিশনার (ভূমি), নাগেশ্বরী / ভূরুঙ্গামারী/ চিলমারী /রৌমারী /রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম। ৩। সহকারী কমিশনার (ভূমি)(সকল), কুড়িগ্রাম।

ই-নামজারী সংক্রান্ত বিবরণীঃ জুলাই,২০১৯

ক্রঃ নং	উপজেলার নাম	বিগত মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অনিষ্পন্ন কেসের		চলতি মাসে দায়েরকৃত কেসের সংখ্যা		মোট কেসের সংখ্যা		চলতি মাসে নিষ্পত্তিকৃত কেসের সংখ্যা		অবশিষ্ট অনিষ্পন্ন কেসের সংখ্যা (৭-৯)	(৮-১০)	মন্তব্য
		১ম ভাগ	২য় ভাগ	১ম ভাগ	২য় ভাগ	১ম ভাগ	২য় ভাগ	১ম	২য়	১ম ভাগ	২য় ভাগ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১	কুড়িগ্রাম সদর	২৬৬	৯০	২৫৫	০০	৫২১	৯০	২২১	০০	৩০০	৯০	শুধুমাত্র ১ম খন্ডে ই-নামজারী কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে।
২	ফুলবাড়ী	২১	০০	৬০	০০	৮১	০০	৩০	০০	৫১	০০	
৩	রাজারহাট	৩৯	০০	১৩৪	৩০	১৭৩	৩০	৪১	০০	১৩২	৩০	
৪	উলিপুর	৬৪০	০০	৫০	০০	৬৯০	০০	১২০	০০	৫৭০	০০	
	সর্বমোট=	৯৬৬	৯০	৪৯৯	৩০	১৪৬৫	১২০	৪১২	০০	১০৫৩	১২০	

০৯ (ক)। ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ভূমি উন্নয়ন করের আদায় (সাধারণ): জুলাই/২০১৯

আলোচনা

উপজেলা	মাসের নাম	দাবী	জুলাই ২০১৯ মাসের আদায়	পুঞ্জিভূত আদায়	আদায়ের হার
১	২	৩	৪	৫	৬
কুড়িগ্রাম সদর	জুলাই/১৯	দাবি নির্ধারণ চলছে	১৫২১০৪	১৫২১০৪	-
	জুলাই/১৮		২২১০৫০	২২১০৫০	-
নাগেশ্বরী	জুলাই/১৯		৭৫৪২১	৭৫৪২১	-
	জুলাই/১৮		১৫০১৭১	১৫০১৭১	-
ভূরুঙ্গামারী	জুলাই/১৯		১৪০৩৭৫	১৪০৩৭৫	-
	জুলাই/১৮		১৮৯৪২৮	১৮৯৪২৮	-
ফুলবাড়ী	জুলাই/১৯		১০১৩১৫	১০১৩১৫	-
	জুলাই/১৮		৮১৫৬৩	৮১৫৬৩	-
রাজারহাট	জুলাই/১৯		২০৪৬৩৬	২০৪৬৩৬	-
	জুলাই/১৮		১২৫২৯৮	১২৫২৯৮	-
উলিপুর	জুলাই/১৯		২৩৫১৫৬	২৩৫১৫৬	-
	জুলাই/১৮		২২০৮০৩	২২০৮০৩	-
চিলমারী	জুলাই/১৯		৩৮৫২৯	৩৮৫২৯	-
	জুলাই/১৮		২৯০৩৮	২৯০৩৮	-
রৌমারী	জুলাই/১৯		১৬৮৮৬০	১৬৮৮৬০	-
	জুলাই/১৮		৩৩৯২৪৮	৩৩৯২৪৮	-
চর রাজিবপুর	জুলাই/১৯		৫০৮৭৪	৫০৮৭৪	-
	জুলাই/১৮		৯৩১১৫	৯৩১১৫	-
সর্বমোট	জুলাই/১৯		১১৬৭২৭০	১১৬৭২৭০	-
	জুলাই/১৮		১৪৪৯৭১৪	১৪৪৯৭১৪	-

প্রাপ্ত প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, সকল উপজেলায় দাবি নির্ধারণের কার্যক্রম চলছে। চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরের ভূমি উন্নয়ন করের দাবি নির্ধারণ ১৪/০৮/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি)(সকল)/ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা (সকল), কুড়িগ্রামকে নির্দেশনাও প্রদান করেন। তিনি ভূমি সংস্কার বোর্ডের প্রজ্ঞাপন মোতাবেক শ্রেণিভিত্তিক ভূমি উন্নয়ন করের দাবি নির্ধারণপূর্বক রিটার্ণ-৩ প্রস্তুত করার নির্দেশনাও প্রদান করেন। এছাড়াও ২০১৮-১৯ অর্থবছরের আদায়কৃত টাকার হিসাব বিবরণী/চালান শতভাগ অনলাইনে যাচাইপূর্বক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করত: জরুরিভিত্তিতে এ কার্যালয়ে প্রেরণ করার জন্য তিনি সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল), কুড়িগ্রামকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১। ২০১৯-২০ অর্থবছরে জমির ব্যবহারভিত্তিক দাবি যথাযথভাবে নির্ধারণের নিমিত্ত এখন থেকে কার্যক্রম শুরু করতে হবে। ২। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের আদায়কৃত টাকার হিসাব বিবরণী/চালান শতভাগ অনলাইনে যাচাইপূর্বক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করত: জরুরিভিত্তিতে এ কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	(১-২)। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), কুড়িগ্রাম/ সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল), কুড়িগ্রাম।

০৯ (খ)। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ভূমি উন্নয়ন করের আদায় (সংস্থা): জুলাই ২০১৯

আলোচনা

উপজেলার নাম	মাসের নাম	দাবী (২০১৯-২০)	জুলাই ১৯ মাসের আদায়	পুঞ্জিভূত আদায়	আদায়ের হার
১	২	৩	৪	৫	৬
কুড়িগ্রাম সদর	জুলাই/১৯	দাবি নির্ধারণ চলছে।	০০	০০	-
	জুলাই/১৮		২১৩০০	২১৩০০	-
নাগেশ্বরী	জুলাই/১৯		০০	০০	-
	জুলাই/১৮		০০	০০	-
ভূরুঙ্গামারী	জুলাই/১৯		০০	০০	-
	জুলাই/১৮		০০	০০	-
ফুলবাড়ী	জুলাই/১৯		০০	০০	-
	জুলাই/১৮		০০	০০	-
রাজারহাট	জুলাই/১৯		০০	০০	-
	জুলাই/১৮		০০	০০	-
উলিপুর	জুলাই/১৯		০০	০০	-
	জুলাই/১৮		০০	০০	-
চিলমারী	জুলাই/১৯		০০	০০	-
	জুলাই/১৮		০০	০০	-
রৌমারী	জুলাই/১৯		০০	০০	-
	জুলাই/১৮		০০	০০	-
চর রাজিবপুর	জুলাই/১৯		০০	০০	-
	জুলাই/১৮		০০	০০	-
সর্বমোট=	জুলাই/১৯		০০	০০	-
	জুলাই/১৮		২১৩০০	২১৩০০	-

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের ভূমি উন্নয়ন করের (সংস্থার) আদায় বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায়, জুন/২০১৯ মাসে আদায় হয়েছে =৩৩,৯৬,৬৩০/- টাকা, জুন/২০১৮ মাসে সংস্থার আদায় ছিল =২২,২৪,৯৭৯/- টাকা। গত ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর জুন/২০১৮ পর্যন্ত পুঞ্জিভূত আদায় ছিল =৩২,৮২,২৭৫/- টাকা আদায়ের হার ২০.৭০%। এ বছর পুঞ্জিভূত আদায় =৪৬,৬৭,৬৩২/- টাকা। আদায়ের হার ২৮.২২%। আদায়ের হার আশানুরুপ হয়নি মর্মে সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। সংস্থার আদায় সংক্রান্ত আলোচনায় সভাপতি জুলাই/২০১৯ মাসের মধ্যে সংস্থার ভূমি উন্নয়ন করের দাবি নির্ধারণ করত: এ কার্যালয়ে প্রেরণ করতে সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল), কুড়িগ্রামকে অনুরোধ করেন। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আদায়কৃত যাবতীয় টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের প্রত্যয়নসহ ব্যাংক ও জেলা/উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিসের সাথে প্রতিপাদন করে/অনলাইনে যাচাই করে ব্যাংক স্টেটমেন্ট/অনলাইন যাচাই প্রতিবেদন এ কার্যালয়ে প্রেরণ করার জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি)(সকল), কুড়িগ্রামকে অনুরোধ করেন।	১। জুলাই/২০১৯ মাসের মধ্যে সংস্থার ভূমি উন্নয়ন করের দাবি নির্ধারণ করত: এ কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ২। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আদায়কৃত যাবতীয় টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের প্রত্যয়নসহ ব্যাংক ও জেলা/ উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিসের সাথে প্রতিপাদন করে /অনলাইনে যাচাই করে ব্যাংক স্টেটমেন্ট /অনলাইন যাচাই প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	(১-২)। সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল),কুড়িগ্রাম।

১০। অর্পিত সম্পত্তির দাবি ও আদায় সংক্রান্ত: জুলাই ২০১৯

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, কুড়িগ্রাম জানান কুড়িগ্রাম জেলায় তালিকাভুক্ত অর্পিত সম্পত্তির পরিমাণ ২৪৩০.৫৪৫ একর। লীজকৃত সম্পত্তির পরিমাণ ১৩৩.১৯৮০ একর। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে অর্পিত সম্পত্তির দাবি নির্ধারণ চলছে। জুলাই/২০১৯ মাসে কোন উপজেলায় আদায় হয় নাই। আগামী রাজস্ব সভার পূর্বেই ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের অর্পিত সম্পত্তির দাবি নির্ধারণ করত: দাবির পরিমাণ এ কার্যালয়ে প্রেরণ করতে ও আদায় অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), কুড়িগ্রাম ও সহকারী কমিশনার (ভূমি)(সকল), কুড়িগ্রামকে অনুরোধ করেন। লীজগ্রহীতাদের ছবিসহ তালিকা/ডাটাবেইস প্রস্তুতের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তিনি অর্পিত সম্পত্তি লীজ নবায়নের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন এবং লীজ নবায়নের ক্ষত্রে সংশ্লিষ্ট লীজিগণকে নোটিশ প্রদান ও ৩ (তিন) বছরের উর্ধ্বে নবায়নের ক্ষেত্রে সরেজমিন তদন্ত করার পরামর্শ প্রদান করেন। দীর্ঘদিন যাবৎ যে সকল লীজগ্রহিতা লীজমানি প্রদান করছেন না, সে সকল লীজগ্রহিতাকে নোটিশ প্রদানপূর্বক প্রয়োজনে বিধি মোতাবেক লীজ বাতিল করত: নতুনভাবে লীজ প্রদান করার বিষয়ে তিনি গুরুত্বারোপ করেন। লীজ বহির্ভূত কোন অর্পিত সম্পত্তি থাকলে তার তালিকা প্রণয়ন করতে এবং উক্ত সম্পত্তিতে কোন অবৈধ দখলদার থাকলে উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যও উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণকে সভায় অনুরাধ করা হয়। জেলা ও উপজেলা হতে লীজমানি আদায় করতে অনুরোধ করেন। কোন কর্মচারী/কর্মকর্তার দায়িত্ব অবহেলার কারণে বকেয়া অর্থ আদায় নাহলে বা দাবি তামাদি হলে তার বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অর্পিত পুকুরের ইজারা কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করত: অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), কুড়িগ্রামকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	১। আগামী রাজস্ব সভার পূর্বেই ২০১৯-২০ অর্থবছরের অর্পিত সম্পত্তির দাবি নির্ধারণ করতে হবে। ২। লীজকৃত অর্পিত সম্পত্তির জন্য আলাদা আলাদা তালিকা প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত তালিকায় লীজিদের ছবিসহ তালিকা /ডাটাবেইস ও হালনাগাদ তথ্য থাকতে হবে। ভি,পি রেজিস্টার হালনাগাদ করতে হবে এবং আদায়ের হার সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। ৩। লীজ নবায়নের ক্ষত্রে সংশ্লিষ্ট লীজিগণকে নোটিশ প্রদান ও ৩ (তিন) বছরের উর্ধ্বে নবায়নের ক্ষেত্রে সরেজমিন তদন্ত করতে হবে। ৪। দীর্ঘদিন যাবৎ যে সকল লীজগ্রহিতা লীজমানি প্রদান করছেন না, সে সকল লীজগ্রহিতাকে নোটিশ প্রদানপূর্বক প্রয়োজনে বিধি মোতাবেক লীজ বাতিল করত: নতুনভাবে লীজ প্রদান করতে হবে। ৫। ভিপি সম্পত্তির অবৈধ দখলকারীর তালিকা প্রেরণ করতে হবে এবং অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের এবং যারা লীজ নিয়েছেন তারা ভোগদখল করছেন কিনা সে বিষয়ে তথ্য এ অফিসে প্রেরণ করতে হবে। ৬। জেলা ও উপজেলা হতে লীজমানি আদায় করতে হবে। অর্পিত পুকুরের ইজারা কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করত: অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করতে হবে।	১। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুড়িগ্রাম/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), কুড়িগ্রাম। (২-৬)। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুড়িগ্রাম/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল), কুড়িগ্রাম।

অর্পিত সম্পত্তির দাবি ও আদায় বিবরণীঃ জুলাই ২০১৯

ক্রঃ নং	উপজেলার নাম	তালিকাভূক্ত অর্পিত সম্পত্তির মোট পরিমাণ (একরে)	লীজকৃত অর্পিত সম্পত্তির মোট পরিমাণ (একরে)	দাবি (২০১৯-২০২০)	জুলাই ২০১৯ মাসে আদায়	পুঞ্জিভূত আদায়	আদায়ের হার	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	কুড়িগ্রাম সদর	৮৯৩.৫৩৭৪	২২.৪৬	দাবি নির্ধারণ চলছে।	০০	০০	-	
২	নাগেশ্বরী	৪৯০.৮৬৫	২৬.৮০৫		০০	০০	-	
৩	ভূরুঙ্গামারী	২০৯.৯৭	১২.২৬		০০	০০	-	
৪	ফুলবাড়ী	৩১৮.৩১	১৩.২৮		০০	০০	-	
৫	রাজারহাট	৮২.৭৮৭৫	০৭.৬৭		০০	০০	-	
৬	উলিপুর	১২৯.৮৫০১	২৪.৭৪		০০	০০	-	
৭	চিলমারী	৭.৬৬	০৬.৭৮		০০	০০	-	
৮	রৌমারী	২৯৭.৫৬৫	১৯.১৯৫		০০	০০	-	
৯	চর রাজিবপুর	-	-		০০	০০	-	‘ক’ তফশীলভূক্ত সম্পত্তি নেই
সর্বমোট=		২৪৩০.৫৪৫	১৩৩.১৯০		০০	০০	-	

১১। হাট-বাজারের পেরিফেরি সংক্রান্তঃ জুলাই ২০১৯

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
প্রাপ্ত প্রতিবেদনে দেখা যায় এ জেলায় মোট হাট-বাজারের সংখ্যা ১৬৫ টি। বিবেচ্য মাস পর্যন্ত পেরিফেরিভূক্ত হাট-বাজারের সংখ্যা ১৪৩ টি। সভায় উপজেলাভিত্তিক প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় কুড়িগ্রাম সদর উপজেলায় পেরিফেরিভুক্ত নয় এমন ০৮ টি, রাজারহাটে ০৩টি, উলিপুরে ০৬ টি, রৌমারীতে ০৪ টি এবং রাজিবপুরে ০১ টি সহ মোট ২২ টি হাটের পেরিফেরি হয়নি। কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার ০৮ টি হাটের মধ্যে ০১ টিতে আদালতে মামলা থাকায় ও ০১ টি নদী-ভাঙ্গানকবলিত হওয়ায় পেরিফেরিভুক্তকরণ সম্ভব হয়নি। কুড়িগ্রাম সদর,উলিপুর, রাজারহাট ও রৌমারী উপজেলায় যেসব ক্যালেন্ডারভুক্ত হাটের পেরিফেরি হয়নি সেসব হাটের পেরিফেরি অনুমোদনের প্রস্তাব জরুরিভিত্তিতে এ কার্যালয়ে প্রেরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণকে নির্দেশনা প্রদান করেন। পেরিফেরি সংশোধনযোগ্য হলে দ্রুত সংশোধন প্রস্তাব প্রেরণের জন্য সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন। কোন হাটবাজার না বসলে তা ক্যালেন্ডার হতে বাদ দেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যও নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি হাট-বাজারের চান্দিনা ভিটির জমি বন্দোবস্ত কার্যক্রম গ্রহণ করাসহ কেউ অবৈধভাবে দখলে থাকলে বিধি মোতাবেক উচ্ছেদপূর্বক বন্দোবস্ত প্রদান করা যেতে পারে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আগামী সভার পূর্বেই প্রতিটি উপজেলা হতে কমপক্ষে ৫টি করে বন্দোবস্ত নথি এ অফিসে প্রেরণ করতে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে পুনরায় নির্দেশনা প্রদান করেন। হাট-বাজারসমূহের নীতিমালা মোতাবেক তাঁর অধিক্ষেত্রের হাট-বাজার সমূহের ইজারা প্রদান কার্যক্রম গ্রহণের পাশাপাশি ইজারালব্ধ অর্থ হতে বিধি মোতাবেক ভ্যাট ও আয়কর আদায় করে সংশ্লিষ্ট খাতে জমা প্রদান করা হয়েছে কি না এবং খাস আদায়কৃত অর্থ যথাযথখাতে জমা হচ্ছে কি না তা যাচাই করতে সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।।	১। যেসব ক্যালেন্ডারভুক্ত হাটের পেরিফেরি হয়নি নীতিমালা অনুযায়ী সেসব হাটের পেরিফেরি কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। পেরিফেরি সংশোধনযোগ্য হলে দ্রুত সংশোধন প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। উপজেলাভিত্তিক হাট পেরিফেরির বিস্তারিত তথ্য আগামী সভার পূর্বেই এ অফিসে প্রেরণ করতে হবে। ২। পেরিফেরিভূক্ত না হওয়া হাট-বাজারসমূহ অবিলম্বে পেরিফেরিভুক্ত করতে হবে এবং কোন হাট-বাজার না বসলে তা বিধি মোতাবেক ক্যালেন্ডার হতে বাদ দিতে হবে। ৩। হাট-বাজারের চান্দিনা ভিটির জমি বন্দোবস্ত কার্যক্রম গ্রহণ করাসহ কেউ অবৈধভাবে দখলে থাকলে বিধি মোতাবেক উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৪। কোন হাটের পেরিফেরি করার ক্ষেত্রে সমস্যা থাকলে মিস কেস রুজু করে শুনানীর মাধ্যমে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৫। আগামী সভার পূর্বেই প্রতিটি উপজেলা হতে কমপক্ষে ৫ টি করে বন্দোবস্ত নথি এ অফিসে প্রেরণ করতে হবে। ৬। হাট-বাজারসমূহের নীতিমালা মোতাবেক তাঁর অধিক্ষেত্রের হাট-বাজার সমূহের ইজারা প্রদান কার্যক্রম গ্রহণের পাশাপাশি হাট-বাজার সমূহের ইজারালব্ধ অর্থ হতে বিধি মোতাবেক ভ্যাট ও আয়কর আদায় করে সংশ্লিষ্ট খাতে জমা প্রদান করা হয়েছে কি না এবং খাস আদায়কৃত অর্থ যথাযথখাতে জমা হচ্ছে কি না তা যাচাই করতে করতে হবে।	১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল) কুড়িগ্রাম। ২। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)/ রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর,কুড়িগ্রাম। (৩-৫)। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) ও সহকারী কমিশনার (ভূমি)(সকল), কুড়িগ্রাম। ৬। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)/ রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর,কুড়িগ্রাম।

হাট-বাজার লীজ সংক্রান্ত তথ্যঃ জুলাই/২০১৯

উপজেলা/ পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের নাম	মোট হাট-বাজারের সংখ্যা	বিবেচ্য মাস পর্যন্ত পেরীফেরীভূক্ত হাট-বাজারের সংখ্যা	চলতি মাসে পেরীফেরীভূক্ত হাট-বাজারের সংখ্যা	ইজারা প্রদত্ত হাট-বাজারের সংখ্যা	ইজারাহীন হাট-বাজারের সংখ্যা	খাস আদায় হচ্ছে	ইজারালব্ধ অর্থের পরিমাণ (বাংলা ১৪২৬)	৫% হারে অর্থ ৭-ভূমি রাজস্ব খাতে জমার পরিমাণ	২০% হারে অর্থ ৭-ভূমি রাজস্ব খাতের অধীন ৪-হাট-বাজার খাতে জমা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
কুড়িগ্রাম সদর	২৬	১৮	-	২০	০৬	০৬	৬২২২১৭৮	৩১১১০৮	১২৪৪৪৩৬
কুড়িগ্রাম পৌরসভা	০১	০১	-	০১	-	-	২৭১৫৩০০	১৩৫৭৬৫	-
নাগেশ্বরী	২৫	২৫	-	২০	০৫	০৫	৫৪০৩০৯০	২৭০১৫৫	১০৮০৬১৮
নাগেশ্বরী পৌরসভা	০১	০১	-	০১	-	-	১০৪৩৩৩৩০	-	-
ভূরুঙ্গামারী	২০	২০	-	১৯	০১	০১	১৩২৩৬৯৯৪	-	-
ফুলবাড়ী	১৪	১৪	-	১২	০২	০২	৫৬০৯২৯৪	-	-
রাজারহাট	১৭	১৪	-	১২	০৫	০৫	৯১৭৪৯১০	৪৫৮৭৪৫	১৮৩৪৯৮২
উলিপুর	৩২	২৬	-	২০	১২	১২	৭০২৬৪১৭	-	-
উলিপুর পৌরসভা	০২	০২	-	০২	-	-	১০৫৮৮৭০০	-	-
চিলমারী	০৫	০৫	-	০৩	০২	০২	৬২১৫৫০০	৩১০৭৭৫	১২৪৩১০০
রৌমারী	১৭	১৩	-	১৬	০১	০১	২৩৮৭৪৪২৪	১১৯৩৭২১	৪৭৭৪৮৮৫
চর রাজিবপুর	০৫	০৪	-	০৪	০১	০১	৫৩৪৩০০০	২৬৭১৫০	১০৬৮৬০০
মোট=	১৬৫	১৪৩	-	১৩০	৩৫	৩৫	১০৫৮৪৩১৩৭	২৯৪৭৪১৯	১১২৪৬৬২১

১২। জলমহাল সংক্রান্তঃ জুলাই ২০১৯

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর জানান এ জেলায় ২০ (বিশ) একরের উর্ধ্বে মোট জলমহালের সংখ্যা ৫৩টি। তন্মধ্যে উন্মুক্ত ২৩টি এবং বদ্ধ ৩০টি। ইজারাযোগ্য ৩০টি জলমহালের মধ্যে মন্ত্রণালয় হতে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ইজারা প্রদানকৃত জলমহালের সংখ্যা ১১টি। এ কার্যালয় হতে ইজারা প্রদানকৃত জলমহালের সংখ্যা ৯ টি। ইজারা প্রদানযোগ্য জলমহালের সংখ্যা ০১টি। অবশিষ্ট জলমহালের মধ্যে মামলা চলমান ০৬ টিতে, ভরাট হওয়ার কারণে ইজারা কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে ০১ টিতে এবং নদীগর্ভে বিলীন ২ টি। ইজারা প্রদানকৃত ১০ টি জলমহাল হতে ১৪২৫ বাংলা সনের প্রাপ্ত আয় ৭০,৭১,৫৬৩/- টাকা। ২০ (বিশ) একরের নিম্নে মোট জলমহালের সংখ্যা ৯৫ টি। ইজারা বহির্ভূত কোন জলাশয় থাকলে নীতিমালা অনুযায়ী সেগুলোর খাস কালেকশনের মাধ্যমে আদায়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমাদান নিশ্চিত করে এ অফিসকে অবহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে পরামর্শ প্রদান করেন। ২০ একরের উর্ধ্বে জলাশয়ের বিস্তারিত তথ্য এবং ইজারাধীন, ইজারা বহির্ভূত জলাশয়ের তথ্য প্রতিসভায় রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, কুড়িগ্রাম উপস্থাপন করবেন। উপজেলায় কি পরিমাণ জলাশয় ইজারাযোগ্য রয়েছে তার ইউনিয়নভিত্তিক তথ্য প্রতিমাসে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে এ কার্যালয়ে প্রেরণ করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	১। ২০ একরের নিচের যে সব জলমহালের ইজারা প্রদান সম্ভব হয়নি সেগুলোর খাস কালেকশনের মাধ্যমে আদায়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমাদান নিশ্চিত করে এ অফিসকে অবহিত করতে হবে। ২। ২০ একরের উর্ধ্বে জলাশয়ের বিস্তারিত তথ্য এবং ইজারাধীন, ইজারা বহির্ভূত জলাশয়ের তথ্য প্রতিসভায় উপস্থাপন করতে হবে। উপজেলায় কি পরিমাণ জলাশয় ইজারাযোগ্য রয়েছে তার ইউনিয়নভিত্তিক তথ্য প্রতিমাসে এ কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার /সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল), কুড়িগ্রাম। ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার(সকল), কুড়িগ্রাম /রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, কুড়িগ্রাম।

১৩। এল এ কেস সংক্রান্তঃ জুলাই ২০১৯

<table>
<tr><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়ন</th></tr>
<tr><td>
ভূমি অধিগ্রহণ শাখা, কুড়িগ্রাম হতে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নরুপ:
<table>
<tr><td colspan="2">মোট এলএ কেসের সংখ্যা</td><td colspan="2">গেজেটে প্রকাশিত এল,এ কেসের সংখ্যা</td><td colspan="2">নামজারীর সংখ্যা</td><td colspan="2">বাতিলকৃত এল,এ কেসের সংখ্যা</td></tr>
<tr><td>১</td><td>২</td><td>৩</td><td>৪</td><td>৫</td><td>৬</td><td>৭</td><td>৮</td></tr>
<tr><td>১৯৪৮</td><td>১৯৮২</td><td>১৯৪৮</td><td>১৯৮২</td><td>১৯৪৮</td><td>১৯৮২</td><td>১৯৪৮</td><td>১৯৮২</td></tr>
<tr><td>৩৮৪</td><td>৩৩৩</td><td>১৭৯</td><td>২৯০</td><td>১৩৬</td><td>২৭২</td><td>৬</td><td>১৩</td></tr>
</table>
অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা সভায় জানান, ১৯৪৮ সনের জরুরি হুকুম দখল আইনের আওতায় ৪৮টি অনিষ্পন্ন এল এ কেসের প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রত্যয়নপত্র চেয়ে প্রত্যাশী সংস্থা বরাবর পত্র দেয়া হয়েছে। গেজেটে প্রকাশিত ১৭৯ টি কেসের মধ্যে ৩৩ টি কেসের নামজারী করা হয়নি, অবশিষ্ট কেসের গেজেটের কপি সংগ্রহ সাপেক্ষে নামজারী করা হবে। গেজেটে প্রকাশিত যে সকল এল, এ কেসের তফসিলভূক্ত সম্পত্তির নামজারী হয়নি সে সকল এল,এ কেসের তফসিলভূক্ত সম্পত্তি নামজারী কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক আগামী সভার পূর্বে নিষ্পত্তিকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তাকে অনুরোধ করেন। সভাপতি প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রত্যয়নপত্র প্রেরণের জন্য তাগিদ পত্র প্রদানের পরামর্শ দেন।
১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ এর আওতায় ২৭২ টির নামজারী সম্পন্ন হয়েছে মর্মে সভায় জানানো হয়। গেজেটে প্রেরিত কেসগুলির মধ্যে ইতোমধ্যে গেজেট প্রকাশিত হয়েছে কি না সে বিষয়ে খোঁজ নেয়া হচ্ছে। সভাপতি এল, এ কেসের গেজেটের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থার নামে অধিগ্রহণকৃত জমির নামজারী সম্পাদন করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করেন। অধিগ্রহণকৃত কোন সম্পত্তি ব্যক্তির নামে নামজারি হয়ে থাকলে তা দুত বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, সংশ্লিষ্ট খতিয়ানের বিপরীতে এল,এ কেস নম্বর লিখার জন্য এবং এল,এ কেস রেজিস্টার হাল নাগাদ রাখার জন্যও নির্দেশ প্রদান করেন। ভূমি মন্ত্রণালয়, শাখা-৪ হতে গত ১৭/১০/১৯৯ ইং তারিখে জারীকৃত স্মারকের ভিত্তিতে ১৯৪৮ সালের আইন এবং ১৯৮২ সালের অধ্যাদেশের আওতায় এল এ কেসের গেজেট প্রকাশনার ব্যবস্থা ক্রাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে সম্পন্ন নিশ্চিত করতে সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।
</td><td>
১। ১৯৪৮ সনের যে ৪৮টি অনিষ্পন্ন এল এ কেস আছে তার গেজেট সংগ্রহপূর্বক দ্রুত নামজারির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।
২। ১৯৪৮ সালের জরুরী হুকুম দখল আইনের আওতায় সৃজিত কেসগুলির মধ্যে অনিষ্পত্তি কেসগুলি (প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিলের অভাবে) নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৩। অধিগ্রহণকৃত কোন সম্পত্তি ব্যক্তির নামে নামজারি হয়ে থাকলে তা দুত বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, সংশ্লিষ্ট খতিয়ানের বিপরীতে এল,এ কেস নম্বর লিখতে হবে এবং এল,এ কেস রেজিস্টার হাল নাগাদ রাখতে হবে।
৪। ভূমি মন্ত্রণালয়, শাখা-৪ হতে গত ১৭/১০/১৯৯ ইং তারিখে জারীকৃত স্মারকের ভিত্তিতে ১৯৪৮ সালের আইন এবং ১৯৮২ সালের অধ্যাদেশের আওতায় এল এ কেসের গেজেট প্রকাশনার ব্যবস্থা ক্রাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে সম্পন্ন নিশ্চিত করতে হবে।
</td><td>
(১-২)। ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, কুড়িগ্রাম।
৩। অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, কুড়িগ্রাম।
৪। সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল) ,কুড়িগ্রাম/ অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, কুড়িগ্রাম
</td></tr>
</table>

চলমান পাতা-১১

১৪। সরকারি সম্পত্তি সংক্রান্ত দেওয়ানি মামলা: জুলাই ২০১৯

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
সহকারী কমিশনার, আরএম শাখা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় জুন/২০১৯ মাস পর্যন্ত খাস জমি সংক্রান্ত মূল মামলা ১১৩৫ টি। অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ১১২৫ টি, আপিল মামলা ১২০ টি। অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত মূল মামলা ৮৭৪টি। অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৮৭২ টি এবং আপিল ০৪টি। সভাপতি ইতোপূর্বে সরকারের পক্ষে রায় হওয়া মামলাভূক্ত সম্পত্তি সরকারের দখলে রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এ ছাড়াও সরকার বিপক্ষে রায়/ডিক্রীকৃত মামলাসমূহ তামাদি মেয়াদের মধ্যেই ছানি/আপীল/রিভিশন দায়েরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ১ মাসের অধিক পেন্ডিং এসএফ এর সংখ্যা ১৫৮ টি। সভাপতি মামলার তালিকা আর এম শাখা হতে সংগ্রহপূর্বক পেন্ডিং এস এফ এর জবাব প্রেরণের বিষয়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণকে পরামর্শ প্রদান করেন। ০১(এক) মাসের অধিক পেন্ডিং এস,এফ আগামি সভার পূর্বেই উপজেলা পর্যায়ে নিষ্পত্তি করে শূন্যের কোটায় নিয়ে আসা নিশ্চিৎ করতে এবং পেন্ডিং এস এফ এর তথ্য আগামী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে এ অফিসে প্রেরণ করার জন্য সহকারী কমিশনার(ভূমি)গণকে নির্দেশনা প্রদান করেন। সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলার পরিপ্রেক্ষিতে দ্রুত রেকর্ড সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সহকারী কমিশনার, রেকর্ডরুম শাখাকে পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি এস এফ প্রেরণে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণকে পরামর্শ প্রদান করেন। নোটিশ/সমনের সাথে আরজির কপি যাতে প্রেরণ করা হয় সে বিষয়ে বিজ্ঞ জিপি/এজিপি(সকল) ও ভিপি কৌশুলী, কুড়িগ্রামকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি অনুরোধ করেন।	১। ইতোপূর্বে সরকারের পক্ষে রায় হওয়া মামলাভূক্ত সম্পত্তি সরকারের দখলে রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২। সরকারের বিপক্ষে রায় হওয়া মামলার ক্ষেত্রে সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনায় কোন ত্রুটি বা গাফিলতি আছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে এবং মামলাগুলো নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যথাশ্রীঘ্র আপিল দায়েরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সরকারের বিপক্ষে রায় হলে দ্রুত আপীল দায়ের করতে হবে। ৩। সরকারি স্বার্থসংশ্লিষ্ট মামলার ব্যাপারে বিজ্ঞ সরকারি কৌশুলীর সাথে এস,এফ বিষয়ে সতর্কতার সাথে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এবং বিজ্ঞ সরকারি কৌশুলীর সাথে সমন্বয় করতে হবে। ৪। মামলার তালিকা আর এম শাখা হতে সংগ্রহপূর্বক পেন্ডিং এস এফ এর জবাব জরুরি প্রেরণ নিশ্চিৎ করতে হবে। ৫। ১ মাসের অধিক পেন্ডিং এস এফ আগামি সভার পূর্বেই শূন্যের কোটায় নামিয়ে এনে অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং অবশিষ্ট পেন্ডিং এস এফ এর তথ্য আগামী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে এ অফিসে প্রেরণ করতে হবে । ৬। নোটিশ/সমনের সাথে আরজির কপি প্রেরণ করতে হবে।	১। সহকারী কমিশনার (ভূমি), সকল, কুড়িগ্রাম । ২। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুড়িগ্রাম /বিজ্ঞ সরকারি কৌসুলি, কুড়িগ্রাম। ৩। সহকারী কমিশনার (ভূমি), সকল, কুড়িগ্রাম /বিজ্ঞ সরকারি কৌসুলি /বিজ্ঞ ভিপি কৌশুলী, কুড়িগ্রাম। (৪-৫)। সহকারী কমিশনার (ভূমি)(সকল), কুড়িগ্রাম /সহকারী কমিশনার (আর,এম)শাখা / ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা/ ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা (সকল), কুড়িগ্রাম। ৬। বিজ্ঞ জিপি/এজিপি (সকল) ও ভিপি কৌশুলী, কুড়িগ্রাম।

১৫। রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা সংক্রান্তঃ জুলাই ২০১৯

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
সভায় রেন্ট সার্টিফিকেট মামলার বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় জুলাই ২০১৯ মাস পর্যন্ত অনিষ্পত্তিকৃত রেন্ট সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা ২০১টি, বিপরীতে দাবির পরিমাণ =১৮,৩৬,৫৯০/- টাকা। জুলাই/২০১৯ মাসে কোন উপজেলায় রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা দায়ের না হওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুড়িগ্রাম /উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), কুড়িগ্রামকে নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি অনিষ্পত্তিকৃত রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তিকরণে এখন থেকে সপ্তাহে ০১ দিন ধার্য করে রেন্ট সার্টিফিকেট আদালতের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণকে পরামর্শ প্রদান করেন। সঠিক সময়ে তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণ, মামলা নিষ্পত্তিকরণ, উভয় পক্ষের শুনানী গ্রহণান্তে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সরকারি দাবী আদায় আইন, ১৯১৩ অনুযায়ী বকেয়া আদায়যোগ্য হোল্ডিং এর বিপরীতে রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা দায়ের নিশ্চিত করার জন্য সার্টিফিকেট অফিসারগণকে অনুরোধ করেন। স্ব স্ব উপজেলার অনিষ্পন্ন রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তিতে অধিকতর মনোযোগী হওয়াসহ মাসিক নিষ্পত্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণকে পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি রেন্ট সার্টিফিকেট মামলাভূক্ত জমির নামজারী অনুমোদনের বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহ পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারসমূহ গুরুত্বসহকারে যাচাই করার জন্য দায়িত্বরত/পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাকে অনুরোধ করেন।	১। কোন উপজেলায় রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা দায়ের না হওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে এবং বড় বড় বকেয়াধারীদের বিরুদ্ধে রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করতে হবে। ২। রেন্ট সার্টিফিকেট মামলার নিষ্পত্তিকরণে সপ্তাহে ০১ দিন আলাদাভাবে ধার্য করে আদালতের কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। ৩। সরকারি দাবি আদায় আইন ১৯১৩ অনুযায়ী বকেয়া আদায়যোগ্য হোল্ডিং এর বিপরীতে ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের স্বার্থে যথাসময়ে রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করার জন্য সার্টিফিকেট অফিসারগণ ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা/দায়িত্বপ্রাপ্ত ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন। ৪। স্ব স্ব উপজেলার অনিষ্পন্ন রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তিতে অধিকতর মনোযোগী হওয়াসহ মাসিক নিষ্পত্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। ৫। রেন্ট সার্টিফিকেট মামলাভূক্ত জমির নামজারী অনুমোদনের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহ পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারসমূহ গুরুত্বসহকারে যাচাই করতে হবে।	১। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুড়িগ্রাম/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), কুড়িগ্রাম। (২-৩)। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), কুড়িগ্রাম ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল), কুড়িগ্রাম। (৪-৫)। সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল), কুড়িগ্রাম।

রেন্ট সার্টিফিকেট মামলার বিবরণীঃ জুলাই ২০১৯ মাস

উপজেলা	গতমাস পর্যন্ত অনিষ্পত্তি কৃত রেন্ট সাঃ মাঃ সংখ্যা	চলতি মাসে দায়েরকৃত রেন্ট সাঃ মাঃ সংখ্যা	চলতি মাসে দায়ের কৃত মামলার দাবির টাকার পরিমাণ	মোট রেন্ট সাঃ মাঃ সংখ্যা (২+৩)	মোট রেন্ট সাঃ মাঃ দাবির টাকার পরিমাণ (৩+৪) নং কলামের দাবির টাকার পরিমাণ	চলতি মাসে নিষ্পত্তি কৃত রেন্ট সাঃ মাঃ সংখ্যা	আদায়কৃত টাকার পরিমাণ	জুলাই/১৯ হতে চলতি মাস পর্যন্ত পুঞ্জিভূত আদায়কৃত টাকার পরিমাণ	মোট অনিষ্পত্তিকৃত রেন্ট সাঃ মামলার সংখ্যা	মোট অনাদায়ী টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
কুড়িগ্রাম সদর	৯৭	০০	০০	৯৭	৬২৩৬২০	০০	০০	০০	৯৭	৬২৩৬২০
নাগেশ্বরী	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০
ভূরুঙ্গামারী	০২	০০	০০	০২	২২৫১৩	০০	০০	০০	০২	২২৫১৩
ফুলবাড়ী	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০
রাজারহাট	০৪	০০	০০	০৪	৭১০৭১	০১	১৩৩৪৮	১৩৩৪৮	০৩	৫৭৭২৩
উলিপুর	৮৫	০০	০০	৮৫	৯০০৮৪৬	০৩	১৩৬৯০	১৩৬৯০	৮২	৮৮৭১৫৬
চিলমারী	০৫	০০	০০	০৫	৮৭৯০	০১	১৯৪০	১৯৪০	০৪	৬৮৫০
রৌমারী	০৪	০০	০০	০৪	৪০৮৭৫	০০	০০	০০	০৪	৪০৮৭৫
চর রাজিবপুর	০৯	০০	০০	০৯	১৯৭৮৫৩	০০	০০	০০	০৯	১৯৭৮৫৩
সর্বমোট=	২০৬	০০	০০	২০৬	১৮৬৫৫৬৮	০৫	২৮৯৭৮	২৮৯৭৮	২০১	১৮৩৬৫৯০

১৬। জেনারেল সার্টিফিকেট মামলা সংক্রান্তঃ জুলাই ২০১৯

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
জেনারেল সার্টিফিকেট আদালতগুলোতে মামলা দায়ের ও নিষ্পত্তির পরিসংখ্যান সভায় তুলে ধরা হয়। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, জুন ২০১৯ মাস পর্যন্ত মোট মোকদ্দমার সংখ্যা ২৬৬৫ টি, বিপরীতে দাবির পরিমাণ =১৬,৪০,৯২,৮৯৩/১৩ টাকা। জুন ২০১৯ মাসে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুড়িগ্রামে ৩ টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। নিষ্পত্তিকৃত মামলার বিপরীতে আদায় =১,৮৫,৪০১/০০ টাকা। বিস্তারিত আলোচনান্তে সভাপতি অনিষ্পন্ন মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তিকরণে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে সুবিধামত সপ্তাহে ০১ দিন ধার্য করে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত সময়ে সার্টিফিকেট আদালত পরিচালনা করার পরামর্শ প্রদান করেন এবং মাসে কমপক্ষে ৫টি করে মামলা নিষ্পত্তি করার লক্ষ্য নির্ধারণের পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়া তিনি মামলা পর্যালোচনা করে বাদীপক্ষের তদারকির অভাব পরিলক্ষিত হলে প্রয়োজনে যুক্তিসংগত বার সময় দিয়ে সরকারি দাবি আদায় আইন ১৯১৩ এর সংশ্লিষ্ট বিধানমতে মামলা খারিজ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন। ব্যাংকের মামলার ক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকলে বাংলাদেশ ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধানকে পত্র দেয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি উপজেলা কৃষি ঋণ কমিটির সভা নিয়মিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করেন। জেনারেল সার্টিফিকেট মামলার নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধিসহ সার্টিফিকেট মামলাভূক্ত চিহ্নিত শীর্ষ খাতকদের বিরুদ্ধে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখার জন্য নির্দেশনা দেন। সরকারি পাওনাদার কর্তৃক স্বাক্ষরিত পাওনা পরিশোধের ডকুমেন্টসহ মামলা নিষ্পত্তির আবেদন থাকলে তা নিষ্পত্তি করার জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ প্রদান করেন। জেনারেল সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তিতে অধিকতর তৎপর হওয়ার জন্য সভাপতি সকল সার্টিফিকেট অফিসারকে অনুরোধ জানান।	১। সরকারি দাবি আদায় আইন ১৯১৩ অনুযায়ী সরকারি পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে অনিষ্পন্ন জেনারেল সার্টিফিকেট মামলাসমূহ হতে মাসে কমপক্ষে ৫ টি করে মামলা নিষ্পত্তি করতে হবে । ২। সপ্তাহে সুবিধামত ০১ দিন ধার্য করে প্রয়োজনে অতিরিক্ত সময়ে আদালত পরিচালনার মাধ্যমে প্রতিমাসে কমপক্ষে ০৫ টি মামলা নিষ্পত্তি করতে হবে। ৩। মামলা পর্যালোচনা করে বাদীপক্ষের তদারকির অভাব পরিলক্ষিত হলে প্রয়াজনে যুক্তিসংগত বার সময় দিয়ে সরকারি দাবি আদায় আইন ১৯১৩ এর সংশ্লিষ্ট বিধানমতে মামলা খারিজ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৪। ব্যাংকের মামলার ক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকলে বাংলাদেশ ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধানকে পত্র প্রদান করতে হবে। ৫। নিয়মিত উপজেলা কৃষি ঋণ কমিটির সভা করতে হবে। ৬। জেনারেল সার্টিফিকেট মামলার নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধি করতে হবে এবং শীর্ষ খাতকদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে। ৭। সরকারি পাওনাদার কর্তৃক স্বাক্ষরিত পাওনা পরিশোধের ডকুমেন্টসহ মামলা নিষ্পত্তির আবেদন থাকলে তা নিষ্পত্তি করতে হবে। ৮। জেনারেল সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তিতে অধিকতর তৎপর হতে হবে।	(১-৩)। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), কুড়িগ্রাম /জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসার, কুড়িগ্রাম কালেক্টরেট, কুড়িগ্রাম। (৪-৮)। সংশ্লিষ্ট সকল।

চলমান পাতা-১৩

জেনারেল সার্টিফিকেট মামলার বিবরণীঃ জুলাই ২০১৯

উপজেলার নাম	চলতি মাসে দায়েরকৃত কেসের সংখ্যা	দাবিকৃত টাকার পরিমাণ	মোট জেনারেল সার্টিফিকেট কেস সংখ্যা	মোট দাবিকৃত টাকার পরিমাণ	চলতি মাসে নিষ্পত্তিকৃত জেনারেল সার্টিফিকেট কেস সংখ্যা	আদায়কৃত টাকার পরিমাণ	মোট অনিষ্পত্তিকৃত জেনারেল সার্টিফিকেট কেসের সংখ্যা	মোট অনাদায়ী টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুড়িগ্রাম	০৪	২০৬৫০৭	৩৭৭	৪২১১৫৬৮৮/০০	০৩	১৮৫৪০১/০০	৩৭৪	৪১৯৩০২৮৭/০০
কুড়িগ্রাম সদর	-	-	৪১০	৩৪২২৬৬৪/০০	-	-	৪১০	৩৪২২৬৬৪/০০
নাগেশ্বরী	-	-	৪২৮	১৯৯৬৪২৪১/০০	-	-	৪২৮	১৯৯৬৪২৪১/০০
ভূরুঙ্গামারী	-	-	২০৬	১৫১০৭৫৯৮/০০	-	-	২০৬	১৫১০৭৫৯৮/০০
ফুলবাড়ী	-	-	১৮৮	১১০৫২০৪৫/০০	-	-	১৮৮	১১০৫২০৪৫/০০
রাজারহাট	-	-	১৭৯	৭৪৪৩৫২৫/০০	-	-	১৭৯	৭৪৪৩৫২৫/০০
উলিপুর	১০	৭৭৫৯১৯	৩৮১	১৯৪৭২০৫৮/০০	-	-	৩৭১	১৯৪৭২০৫৮/০০
চিলমারী	-	-	৪০৫	৭৪০৭৭৯১/১৩	-	-	৪০৫	৭৪০৭৭৯১/১৩
রৌমারী	-	-	৬৫	৬২২৪০০৯/০০	-	-	৬৫	৬২২৪০০৯/০০
চর রাজিবপুর	-	-	৩৯	১২৬৪৬৭৫/০০	-	-	৩৯	১২৬৪৬৭৫/০০
সর্বমোট=	১৪	৯৮২৪২৬	২৬৭৮	১৬৪২৭৮২৯৪/১৩	০৩	১৮৫৪০১/০০	২৬৬৫	১৬৪০৯২৮৯৩/১৩

১৭। মিস মোকদ্দমা সংক্রান্তঃ জুলাই ২০১৯

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুড়িগ্রাম সভায় মিস মোকদ্দমা সংক্রান্ত বিবরণী ছক আকারে উপস্থাপন করেনঃ

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
মিস কেস নিষ্পত্তির বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। কুড়িগ্রাম সদর,নাগেশ্বরী,ভূরুঙ্গামারী, উলিপুর ও রৌমারী উপজেলায় মিস কেস নিষ্পত্তির হার কম হওয়ায় সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি সঠিকভাবে নামজারী কেস নিষ্পত্তি না হওয়ার কারণে মিস কেসের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। সে প্রেক্ষিতে তিনি সঠিকভাবে নামজারী কেস নিষ্পত্তির উপর গুরুত্ব দেয়ার জন্য সহকারী কমিশনার(ভূমি)গণকে নির্দেশনা প্রদান করেন ও মিস কেসের সংখ্যা যেনো বৃদ্ধি না পায় সে লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক থাকার পরামর্শ প্রদান করেন। সভাপতি সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে মাসওয়ারি লক্ষ্য নির্ধারণের মাধ্যমে অনিষ্পন্ন মিস কেসসমূহের নিষ্পত্তির হার দ্রুততম সময়ে সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণকে নির্দেশনা দেন। বিলুপ্ত ‘খ’ তফসিলভূক্ত সম্পত্তির রেকর্ড সংশোধন সংক্রান্ত আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তি করতে এবং সংশোধিত খতিয়ানের কপি জেলা রেকর্ডরুমে প্রেরণ করতে সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণকে নির্দেশ প্রদান করেন। মিস মোকদ্দমাগুলি দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য উপজেলা মাসিক রাজস্ব সভায় আলোচনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার(সকল), কুড়িগ্রামকে অনুরোধ করা হয়।	১। মিস কেসের সংখ্যা যেনো বৃদ্ধি না পায় সে লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক থেকে সঠিকভাবে নামজারী করতে হবে। ২। সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে মাসওয়ারি লক্ষ্য নির্ধারণের মাধ্যমে অনিষ্পন্ন মিস কেসসমূহের নিষ্পত্তির হার দ্রুততম সময়ে সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। ৩। বিলুপ্ত ‘খ’ তফসিলভূক্ত সম্পত্তির রেকর্ড সংশোধন সংক্রান্ত আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তি করতে এবং সংশোধিত খতিয়ানের কপি জেলা রেকর্ডরুমে প্রেরণ করতে হবে। ৪। মিস মোকদ্দমাগুলি দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য উপজেলা মাসিক রাজস্ব সভায় আলোচনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(১-৩)। সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল), কুড়িগ্রাম। ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), কুড়িগ্রাম।

মিস মোকদ্দমা সংক্রান্ত বিবরণীঃ জুলাই ২০১৯

ক্রঃ নং	উপজেলার নাম	পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মিস মোকদ্দমার সংখ্যা	জুলাই/১৯ মাসে দায়েরকৃত মিস মোকদ্দমার সংখ্যা	মোট মিস মোকদ্দমার সংখ্যা	জুলাই/২০১৯ মাসে নিষ্পত্তিকৃত মিস মোকদ্দমার সংখ্যা	জুলাই/২০১৯ মাস পর্যন্ত নিষ্পত্তিকৃত মিস মোকদ্দমার সংখ্যা	মোট অনিষ্পন্ন মিস মোকদ্দমার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	কুড়িগ্রাম সদর	১৭২	০৮	১৮০	১০	১০	১৭০
২	নাগেশ্বরী	৯৩	০০	৯৩	০০	০০	৯৩
৩	ভূরুঙ্গামারী	৪৩০	০০	৪৩০	১০	১০	৪২০
৪	ফুলবাড়ী	১০	০০	১০	০০	০০	১০
৫	রাজারহাট	১৪	০১	১৫	০৩	০৩	১২
৬	উলিপুর	১০৬	০৪	১১০	০৮	০৮	১০২
৭	চিলমারী	০২	০০	০২	০০	০০	০২
৮	রৌমারী	৭৪	০৮	৮২	০০	০০	৮২
৯	চর রাজিবপুর	২৬	০০	২৬	০০	০০	২৬
	সর্বমোট=	৯২৭	২১	৯৪৮	৩১	৩১	৯১৭

চলমান পাতা-১4

১৮। ইনোভেশন সংক্রান্তঃ জুলাই ২০১৯

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে “Service at Doorsteps” বা জনগণের দোরগোড়ায় ই-সেবা পৌঁছানো নিশ্চিত করাসহ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের উদ্যোগে নাগরিক সেবা সহজীকরণের জন্য ইনোভেশন কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে সভাপতি কুড়িগ্রাম জেলার জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের রাজস্ব প্রশাসনের সকল কর্মকর্তাকে তাদের স্ব স্ব দপ্তরে ভূমি সেবা প্রাপ্তির বিষয়ে সচেতন করার জন্য এবং ভূমি সেবা বিষয়ে ইনোভেটিভ উদ্যোগ সম্পর্কে সক্রিয় হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। সভাপতি বলেন সমবেত বা সমবায়ভিত্তিক প্রয়াস যে কোন সফলতার মাত্রাকে বহুগুণে বর্ধিত করে। তৃণমূল পর্যায় থেকেই মূল উদ্ভাবন সূচিত হয়। আর সেক্ষেত্রে সাফল্যের সম্ভাবনাও থাকে অনেক বেশী। সেবা প্রদান বা সার্ভিস ডেলিভারিকে কীভাবে আরো জনগণের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া যায় সে লক্ষ্যে এ কার্যালয়ের রাজস্ব শাখা/আরএম শাখা/ভূমি অধিগ্রহণ শাখাসহ রাজস্ব প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহে সেবা প্রদানে উদ্ভাবনী চর্চা করার পরামর্শ প্রদান করেন।	১। নাগরিক সেবা সহজীকরণের জন্য ইনোভেশন কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে সভাপতি কুড়িগ্রাম জেলার জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের রাজস্ব প্রশাসনের সকল কর্মকর্তাকে তাদের স্ব স্ব দপ্তরে ভূমি সেবা প্রাপ্তির বিষয়ে সচেতন করার জন্য এবং ভূমি সেবা বিষয়ে ইনোভেটিভ উদ্যোগ নিয়ে সক্রিয় হতে হবে। ২। রাজস্ব শাখা/আরএম শাখা/ভূমি অধিগ্রহণ শাখাসহ উপজেলা ভূমি অফিস/ ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহে সেবা প্রদানে উদ্ভাবনী চর্চা করতে হবে।	(১-২)। সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা।

১৯। বিবিধঃ

দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা আনয়ণের লক্ষ্যে উপজেলা হতে প্রেরিত মাসিক রিপোর্ট- রিটার্ন ও মাসিক রাজস্ব সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এ কার্যালয়ের রাজস্ব শাখায় পৌঁছানো নিশ্চিত করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ভূমি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যাদি দূরিকরণার্থে আরও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধিসহ গুণগত ও মানোন্নয়নের লক্ষ্যে আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(১) সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ ইউনিয়ন ভূমি অফিস পরিদর্শনকালে কমপক্ষে ১ টি মৌজার খাস/অর্পিত/পরিত্যক্ত জমি পরিদর্শন করবেন। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাগণ খাস, অর্পিত ও পরিত্যক্ত সম্পত্তি নিয়মিত সরেজমিন পরিদর্শন করবেন। মৌজাভিত্তিক জমির পরিমাণ ও হাল অবস্থার প্রতিবেদন প্রতিমাসে উপজেলা ভূমি অফিসে প্রেরণ করবেন। সহকারী কমিশনার (ভূমি)(সকল), কুড়িগ্রামকে সমন্বিত প্রতিবেদন এ কার্যালয়ে প্রেরণ করার জন্য পুনরায় অনুরোধ করেন।

(২) পেন্ডিং এস,এফ এর প্রতিবেদন সরেজমিন তদন্তপূর্বক আরজির বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট মতামত এবং স্বপক্ষে রেকর্ডপত্রাদির সত্যায়িত অনুলিপি সংযুক্ত করে সি,এস ও এস, এ খতিয়ানসহ ছত্রভিত্তিক প্রতিবেদন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানানো হয়।

(৩) সকল উপজেলা ভূমি অফিসে অন্যান্য রেজিস্টারের ন্যায় (১) মাস্টার রেজিস্টার (২) ফাইল ইনডেক্স রেজিস্টার (৩) গার্ড ফাইল (৪) ফরোয়ার্ড ডায়েরি ব্যবহার ও যথানিয়মে সংরক্ষণ করতে হবে। অর্পিত সম্পত্তির রেজিস্টার -২ এ সঠিকভাবে দাবি নির্ধারণপূর্বক আদায় করতে হবে।

(৪) উপজেলা হতে প্রেরিতব্য মাসিক সকল রিপোর্ট রিটার্ণ আবশ্যিকভাবে প্রতিমাসের ৩০/৩১ (শেষ কর্মদিবস) তারিখের মধ্যে ও মাসিক জেলা রাজস্ব সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং উপজেলা রাজস্ব সভার কার্যবিবরণী প্রতিমাসের ১০ তারিখের মধ্যে এ কার্যালয়ের রাজস্ব শাখায় পৌছানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা দেন। যে সকল উপজেলা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিপোর্ট/রিটার্ণ প্রেরণ করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানানো হয় এবং যে সকল উপজেলা হতে পাওয়া যায়নি তাদের বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

(৫) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন অধিশাখার স্মারক নং-০৪.৫১৩.০০.০০১.২০১০-৪৬৯, তারিখঃ ১২ জুন ২০১৬ খ্রিঃ তারিখের জারীকৃত পত্রের নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক ভূমি সংস্কার বোর্ডের ফরমেট মোতাবেক বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার আলোকে প্রমাপ অনুযায়ী নিজ কার্যালয়সহ অধীনস্থ ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহ দর্শন/ পরিদর্শন করে পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার/সহকারী কমিশনার(ভূমি)(সকল), কুড়িগ্রামকে অনুরোধ করা হলো।

পরিশেষে আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলের মূল্যবান পরামর্শ ও মতামত প্রদানের জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথ প্রতিপালনের এবং স্ব স্ব কার্যালয়ে আগত জনসাধারণকে প্রদত্ত সেবার মানোন্নয়নে আরো তৎপর হওয়ার অনুরোধ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
(মোছাঃ সুলতানা পারভীন)
জেলা প্রশাসক
কুড়িগ্রাম।
ফোনঃ ০৫৮১-৬১৬৪৫ (অঃ)
ফ্যাক্সঃ ০৫৮১-৬২৩৭৪ (অঃ)
ই-মেইল: dckurigram@mopa.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুড়িগ্রাম।
(রাজস্ব শাখা)
www.kurigram.gov.bd

স্মারক নং-৩১.৪৭.৪৯০০.০০৬.০৩.০০১.১৮. ৭৫২ (৯০)

তারিখঃ ০৩ ভাদ্র ১৪২৬ / ১৮ আগস্ট ২০১৯

অনুলিপিঃ

১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৩। বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর বিভাগ, রংপুর।
৪। উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার,রংপুর বিভাগ, রংপুর।
৫। জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, রংপুর অঞ্চল, রংপুর।
৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার...(সকল), কুড়িগ্রাম।
৭। আরডিসি/জিসিও/ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুড়িগ্রাম।
৮। জেলা রেজিস্ট্রার, কুড়িগ্রাম।
৯। সহকারী কমিশনার (ভূমি)..(সকল), কুড়িগ্রাম।
১০। সহকারী কমিশনার ....শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুড়িগ্রাম।
১১। সহকারী কমিশনার (গোপনীয়), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুড়িগ্রাম। তাকে কার্যবিবরণীটি জেলা প্রশাসক মহোদয়ের ই-মেইল থেকে সভার সকল সদস্যগণকে ই- মেইল করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
১২। সহকারী প্রোগ্রামার,জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুড়িগ্রাম। তাকে কার্যবিবরণীটি জেলা ওয়েব পোর্টালে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১৩। ....কুড়িগ্রাম।
১৪। সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার,...(সকল), কুড়িগ্রাম।
১৫। বিজ্ঞ সরকারি কৌসুলি, কুড়িগ্রাম।
১৬। বিজ্ঞ জিপি কৌসুলি, কুড়িগ্রাম।
১৭। হিসাব তত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব), ভূমি মন্ত্রণালয়, কুড়িগ্রাম।
১৮। উপ-সহকারী প্রকৌশলী, রাজস্ব শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুড়িগ্রাম
১৯। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম মহোদয়ের গোপনীয় সহকারী (জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২০। গোপনীয় সহকারী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সার্বিক)/ (রাজস্ব)/বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, কুড়িগ্রাম।
২১। সংস্থাপন সহকারী/জমা সহকারী/বন্দোবস্ত সহকারী/অডিট সহকারী/সায়রাত সহকারী/ভিপি সহকারী, কুড়িগ্রাম কালেক্টরেট।
২২। অফিস কপি।

১৮/০৮/১৯

(মোছা জিলুফা সুলতানা)
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(রাজস্ব)
কুড়িগ্রাম।
ফোনঃ ০৫৮১-৬১৫৯১(অঃ)
ই-মেইলঃ adcrkurigram@mopa.gov.bd

৪০